দৈনিক নয়া দিগন্ত

কালবৈশাখীতে নিহত ১৫ বিদ্যুৎ সমস্যা জোট সরকারের সৃষ্ট রাতারাতি সমাধা

ঢাকা, রোববার, ৩ মে ২০০৯, ২০ বৈশাখ ১৪১৬, ৭ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০

- প্রথম পাতা
- শেষের পাতা
- দ্বিতীয় পাতা
- পনের পাতা
- সম্পাদকীয়
- উপ-সম্পাদকীয়
- নগর-মহানগর
- বাংলার দিগন্ত
- ক্রীড়া দিগন্ত
- অর্থ শিল্প-বাণিজ্য
- অন্য দিগন্ত
- আজকের কম্পিউটার
- চিঠিপত্র
- নিত্যদিন
- বিনোদন সারাদিন
- সিলেবাস
- নিরাময়
- বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি
- বিভাগ পরিক্রমা

পুরনো পত্রিকা

উপসম্পাদকীয়

- বেগম জিয়াকে কেন বাড়ি ছাড়তে হবে?

বেগম জিয়াকে কেন বাড়ি ছাড়তে হবে?

ডা. ও য়া জে দ এ খা ন

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরকার শেষ পর্যন্ত কয়েক দিন আগে সেনানিবাসের বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। দীর্ঘ ৩৭ বছরের বসতবাড়ি মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ছেড়ে দিতে সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। পিলখানার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দিনক্ষণ যত ঘনিয়ে আসছে, সরকারের অভ্যন্তরে অস্থিরতাও তত বাড়ছে। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই সরকারকে স্পর্শকাতর তদন্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করতে হবে জনসমক্ষে। এ সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হিসাব কষেই দু'সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করেছে সরকার। পিলখানা হত্যাকাণ্ডের নারকীয় ঘটনা চাপা দিতে সরকারের প্রয়োজন সবার নজর অন্য দিকে ফেরানো। এ জন্য সরকার অনেকগুলো নন-ইস্যুকে ইস্যু করেও বিরোধী দলকে পুরোমাত্রায় মাঠে নামাতে পারেনি। এমনকি খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাড়ি বরাদ্দ বাতিলের নোটিশ প্রদানের পরও। বিএনপি ইস্যুটিকে রাজনৈতিক ও আইনিভাবে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় রাজপথে আন্দোলন ততটা চাঙা হয়ে ওঠেনি। সরকার দু'সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছিল তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে সজ্ঞাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেই। এ ছাড়া একই সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা জুড়ে দিয়েছে যাতে জনদৃষ্টি ঘুরে যায়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব কর্ম সাধনের জন্যই কি জনগণ তাদের নির্বাচিত করেছে?

আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এবং দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের কথা বলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার খেলায় মেতে উঠেছে মহাজোট সরকার। ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম শত দিনেই কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্রের শতমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সরকার। বিশেষ করে পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকারদলীয় কিছু শীর্ষ নেতার সংশ্লিষ্টতার কথা উঠে আসার পর তা ধামাচাপা দিয়ে সবার দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছে। পছন্দমাফিক তদন্ত কমিটি গঠন এবং তদন্ত রিপোর্ট পেশের সময়সীমা বারবার বর্ধিত করার পরও শেষ রক্ষা হবে না ভেবে নির্মম এই হত্যাকাণ্ডের দায়ভার অন্যদের

ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার যারপরনাই চেষ্টা চলছে। তারই অংশ হিসেবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার অতিশয় অনুগত কয়েকজন মন্ত্রী নেমেছেন অপপ্রচারে। বাণিজ্যমন্ত্রী লে. কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এবং আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ নানা রকম মন্তব্য ছুড়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন দেশবাসীকে। তারা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জঙ্গিসম্পৃক্ততা, যুদ্ধাপরাধী বিচার, কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি আস্তানা আবিষ্কার ও প্রধান বিরোধী দলকে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়ানো, ইত্যাদি একের পর এক মনগড়া বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাতেও রাজনীতির মাঠ গরম না হওয়ায় সরকার এবার আঘাত হেনেছে জিয়া পরিবারের ওপর। অত্যন্ত কৌশলে তারা স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কটাক্ষ করে উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে তার স্মৃতিচিহ্ন মুছে ফেলার। চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে জিয়ার ম্যুরাল অপসারণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করার চিত্রসংবলিত ভাস্কর্যটি মেহেরপুরের মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর থকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে স্বয়ং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবিএম তাজুল ইসলামের নির্দেশে। এর আগে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী, সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, সংসদ সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিমসহ সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন ভাষায় কথা বলেছেন শহীদ জিয়াকে নিয়ে। 'জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না, তিনি পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন' বলেও ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করেন এ সব দায়িত্বশীল ব্যক্তি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সম্পর্কেও অশালীন উক্তি করে চলেছেন তারা। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ভাষা ও ভঙ্গিতে খালেদা জিয়াসহ বিএনপি নেতৃবৃন্দকে ব্যক্তিপর্যায়ে আক্রমণের শিকারে পরিণত করেন, তা কোনো জাতীয় নেত্রী তো নয়ই, স্বাভাবিক কোনো মানুষের আচরণের পর্যায়েও পড়ে না। এ ধরনের আচরণের কারণে তিনি আগেরবার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে উচ্চ আদালত কর্তৃক তিরস্কৃত পর্যন্ত হয়েছেন।

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর এতগুলো ইস্যু হাতে তুলে দিয়ে সরকার ভেবেছিল, বিরোধী দল এসব লুফে নিয়ে রাজপথে নামবে। উত্তপ্ত করে তুলবে ময়দান। কিন্তু বিরোধী দলের সহনশীল মনোভাবের কারণে কার্যত তা না হওয়ায় সর্বশেষ পদক্ষেপে জিয়া পরিবারের সেনানিবাসের শহীদ মইনুল রোডের বাড়ির ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আইনগত কোনো ভিত্তি না থাকলেও নিতান্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই শেখ হাসিনা অমানবিক ও স্পর্শকাতর এ ইস্যুটি বিরোধী দলের হাতে তুলে দিয়ে তাদের উসকে দিচ্ছেন রাজপথে নামতে। বিরোধী দল রাজপথে নামলে দেশবাসীর দৃষ্টি পিলখানার ঘটনা থেকে সরে যাবে, এমন ভাবনা থেকেই যে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা এখন স্পষ্ট। আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সীমাহীন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, লুটতরাজ, দখলদারিত্বের রাজনীতি ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের ফলে প্রশাসনে বিরাজ করছে অস্থিরতা। দেশে বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নেই, বিদেশে চাকরি বাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিক মন্দা গ্রাস করতে চলেছে গোটা দেশকে। এ সব সমস্যা আমলে না নিয়ে সরকার অন্যায়ভাবে স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত সেনানিবাসের বাড়ি থেকে তার পরিবারকে উচ্ছেদ করার মতো হিংসাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দীর্ঘ তিন যুগ ধরে জিয়া পরিবারের ঠিকানা শহীদ মইনুল রোডের বাড়ি। ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই এ বাড়িতে সপরিবারে উঠেছিলেন জিয়াউর রহমান। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এ বাড়ি থেকেই সিপাহি জনতা তাকে মুক্ত করে এনে অধিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। সেনাপ্রধান, সরকার প্রধান এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও আমৃত্যু এই বাড়িতে ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে

জননন্দিত রাষ্ট্রপতি জিয়া। সাড়ে তিন কামরার বাড়িটির প্রতিটি ইট, বালুকণা শহীদ জিয়ার স্মৃতিধন্য। ১৯৮১ সালের ৩০ মে বিপথগামী কিছু সেনাকর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে শাহাদত বরণের পর সেনানিবাসের বাড়িতেই প্রথমে নিয়ে আসা হয় তার মরদেহ। প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠার কারণে জিয়ার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। কোনো কোনো নেতার মৃত্যুর পর জানাজা পড়ার লোক খুঁজে না পাওয়া গেলেও জিয়ার জানাজায় অংশ নেন দেশের অর্ধকোটি মানুষ। জিয়া দেশ, মাটি ও মানুষের হৃদয়ের এতটা গভীরে পৌঁছে ছিলেন যে, তার অকস্মাৎ মৃত্যুর খবর শুনে দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। শহীদ জিয়ার উৎপাদন ও দেশগড়ার রাজনীতি আমাদের পরিণত করে স্বনির্ভর জাতিতে। তার অবদান যারা অস্বীকার করেন, তারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক নন। কিংবদন্তীর নায়ক, অতিশয় সাদামাটা জীবনযাপনকারী জিয়ার শাহাদৎ বরণের পর তার নিঃস্ব পরিবারের ছিল না মাথা গোঁজার ঠাঁই। সে সময় দেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও জিয়ার প্রতি ভালোবাসার কারণেই তৎকালীন সরকার ১৯৮২ সালে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জিয়া পরিবারকে বরাদ্দ দেয় সেনানিবাসের বাড়িটি। শহীদ জিয়ার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্র স্বপ্রণোদিত হয়েই তার অসহায় পরিবারকে বাড়িটি দিয়েছিল। খালেদা জিয়া কারো কাছে আবেদন-নিবেদন করে বাড়িটি নেননি। শহীদ জিয়ার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেগম জিয়া তার নাবালক দু'সন্তানকে নিয়ে এ বাড়িতে বসবাস করে আসছিলেন। তিনবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী ভবনে ওঠেননি তিনি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তাকে এ বাড়িতেই অন্তরীণ রাখা হয়। 'এক-এগারো' পরবর্তী সময়ে এ বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয় তাকে এবং তার দু'পুত্রকে।
১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল বাড়িটির ওপর। তখন থেকেই বাড়িটি ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় আওয়ামী লীগ সরকার। কিন্তু এতে সফল না হওয়ায় ২০০1 সালের ২ জুলাই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধানমন্ডিতে শেখ রেহানার নামে একটি বাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়। দখলি স্বত্ব নিয়ে জটিলতা থাকায় পরে বাড়িটির বরাদ্দ বাতিল করে দেয় বিএনপি সরকার। শেখ হাসিনা নিজে মাত্র ১ টাকা মূল্যে রাষ্ট্রীয় গণভবন খরিদ করে নেয়ার উদ্যোগ নিলে গণপ্রতিবাদের মুখে তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। গণভবন হারানোর দুঃখবোধ থেকেই শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে সেনানিবাসের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে জ্বালা নিবারণের চেষ্টা করছেন বলে মন্তব্য বিজ্ঞজনদের। শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বলেছেন, খালেদা জিয়া বাড়িটি ছেড়ে দিলে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে শহীদ পরিবারদের সেখানে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেয়া হবে। একটি শহীদ পরিবারকে উৎখাত করে অন্য শহীদ পরিবারকে সেখানে পুনর্বাসন করার চিন্তা শুধু অযৌক্তিকই নয় অনৈতিকও বটে। সরকার একবার বলছে, খালেদা জিয়ার বাড়ি বরাদ্দ অবৈধভাবে হয়েছে। আবার বলছে, তার নামে বরাদ্দকৃত বাড়িটির শর্তের তিনি বরখেলাপ করেছেন। এক একবার এককে ধরনের কথা বলা হচ্ছে। খালেদা জিয়ার এই বাড়ি ছাড়া ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের বাংলাদেশে আর কোথাও কি কোনো জায়গা নেই পিলখানা শহীদদের ফ্ল্যাট তৈরির জন্য? খালেদা জিয়ার বাড়িটি কেন ছাড়তে হবে? মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, একটি পরিবার দুটি বাড়ি বরাদ্দ পেতে পারে না সরকারি আইনানুযায়ী। যদি তাই হয়, তাহলে শেখ হাসিনা বিডিআরের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শহীদদের প্রতি পরিবারকে দু'টি করে ফ্ল্যাট দেয়ার কথা সংসদে ঘোষণা করলেন কিভাবে? তা ছাড়া সেনানিবাসে থেকে রাজনীতি করা যাবে না, এমন কোনো আইন বাংলাদেশের সংবিধানে নেই। বর্তমান সরকারের বাকপটু মন্ত্রী ফারুক খানসহ বহু নেতা সেনানিবাস এলাকায় বসবাস করে রাজনীতি করছেন। বিডিআর শহীদ পরিবারের যাদের ফ্ল্যাট দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, তারা যে ভবিষ্যতে রাজনীতি করবেন না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? গত ৮ এপ্রিল মন্ত্রিসভায় বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, খালেদা জিয়ার নামে সেনানিবাসে যে বাড়িটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তাতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছিল না। অথচ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১

এপ্রিল লিখিত প্রশ্নোত্তরে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছিলেন, ১৯৮২ সালের ১৯ মার্চ এবং ২৫ মে অনুষ্ঠিত তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী ও দু'পুত্রের জন্য ৬, শহীদ মইনুল রোডের বাড়ি ২.৭২ একর জমিসহ একটা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বার্ষিক ১ টাকা হারে খাজনা প্রদানের শর্তে বরাদ্দ দেয়া হয়। এ ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্যের মধ্য দিয়েই সরকারের হীন উদ্দেশ্য বোঝা যায়। শহীদ জিয়ার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন কিংবা খালেদা জিয়াকে সেনানিবাসের বাসভবন থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে দেশকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করা যাবে। কিন্তু পিলখানা হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে ঘাতক এবং তাদের মদদদাতাদের রক্ষার করার চেষ্টা হলে তার পরিণাম মোটেও ভালো হবে না। খালেদা জিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের ভাবনা পরিহার করে সরকারের উচিত দেশে বিরাজমান বিভিন্ন সঙ্কট অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা নিরসনে মনোনিবেশ করা।

লেখক ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক
weeklybangladesh@mindspring.com